জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৯০তম সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	**ড. মোঃ কবির ইকরামুল হক** নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি।
সভার তারিখ	:	১৬ জানুয়ারী, ২০১৮
সময়	:	বিকাল ৩.০০ ঘটিকায়
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৯০তম সভা ১৬ জানুয়ারী, ২০১৮ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় ড. মোঃ কবির ইকরামুল হক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি এর সভাপতিত্বে বিএআরসির ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। জনাব মোঃ ইকবাল, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ১ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৮৯তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৮৯তম সভাগত ২৬ নভেম্বর, ২০১৭ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ড. ভাগ্য রানী বনিক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ডিসেম্বর/২৬, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ২৮১৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যবৃন্দের নিকট বিতরণ করা হয়। এ বিষয়ে কোন লিখিত মতামত পাওয়া যায়নি এবং অদ্যকার সভায় কোন আপত্তি না থাকায় কার্যবিবরণীটি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৮৯ তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে পরিসর্মথিত হলো।

আলোচ্য বিষয় ২ঃ বোরো মৌসুমে (২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭) মূল্যায়নকৃত হাইব্রিড ধানের ৭টি জাত, হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ, ২০১৬ অনুসরণ করে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশকরণ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৪তম সভার আলোচ্য সূচী ৩ এর সিদ্ধান্ত

১। বোরো মৌসুমে (২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭) মূল্যায়নকৃত হাইব্রিড ধানের ৭টি হাইব্রিড জাত নিবন্ধনের বিষয়ে কারিগরী কমিটিকে হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ, ২০১৬ অনুসরণ করে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করতে হবে।

২। হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের পদ্ধতি পর্যালোচনার কারিগরী কমিটির সুপারিশকৃত "দেশে উদ্ভাবিত ধানের কোন Standard হাইব্রিড জাত না থাকায় " বিষয়টি যৌক্তিক নয় বিধায়, তা সংশোধন করে ২০/০১/১৮ তারিখের মধ্যে পূন:রায় প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে ।

আলোচনা : আলোচ্য সূচী ৩ (১) এর বিষয়ে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, ৭টি হাইব্রিড ধানের মূল্যায়ন কার্যক্রম ২০১৫-১৬ মৌসুম হতে শুরু হয়েছে যাহা হাইব্রিড ধানের পূর্বের মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতি অনুসরন করে মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ফলে ৭টি হাইব্রিড ধানের বিষয়ে কারিগরী কমিটির ৮৭তম সভায় ছাড়করণের সুপারিশের অনুরুপ সুপারিশ করা যেতে পারে ।এ বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষন করেন।

২। আলোচ্য সূচী ৩ (২) এর বিষয়ে " দেশে উদ্ভাবিত ধানের কোন Standard হাইব্রিড জাত না থাকায় " বাক্যাংশটি বাদ দেয়ার বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত-১ঃ ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্ম উভয়ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে দুই বছরের গড় ফলন তিন কিংবা তিনের অধিক স্থানে heterosis ২০% বা তার বেশী হওয়ায় নিম্নবর্ণিত জাতগুলোকে সাময়িকভাবে ও বোরো মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িকভাবে শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলঃ

১.১ ভিশন এগ্রো কোম্পানী লিমিটেড এর হাইব্রিড ধান LG 92.01 হাইব্রিড জাতটি ভিশন এগ্রো হাইব্রিড ধান-১ (LG 92.01) হিসেবে চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও রংপুর ৪টি অঞ্চলে heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় সারা দেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হলো।

১.২ ভিশন এগ্রো কোম্পানী লিমিটেড এর হাইব্রিড ধান LG 93.01 হাইব্রিড জাতটি ভিশন এগ্রো হাইব্রিড ধান-২ (LG 93.01) হিসেবে ৩টি অঞ্চলে heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হলো।

১.৩ মাহিকো বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ এর MAHY-2 (RXEL-27) হাইব্রিড জাতটি ' মাহিকো হাইব্রিড ধান-১ (RXEL-27) হিসেবে ৩টি অঞ্চলে heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হলো।

১.৪ ব্র্যাক সীড অ্যান্ড অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজ এর ব্রাক হাইব্রিড ধান-১৪ (RXML-22) হাইব্রিড জাতটি ব্র্যাক হাইব্রিড ধান ১৪ (RXML-22) হিসেবে ৩টি অঞ্চলে heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হলো।

১.৫ Winal Hi-Tech Seed Co. Ltd, Bangladesh এর Winal Hi-Tech Hybrid Dhan-5 (Win-601) হাইব্রিড জাতটি উইনাল হাইটেক হাইব্রিড ধান-৩ (Win-601) হিসেবে ৩টি অঞ্চলে heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হলো।

১.৬ Winal Hi-Tech Seed Co. Ltd, Bangladesh এর Winal Hi-Tech Hybrid Dhan 6 (Win 606) হাইব্রিড জাতটি উইনাল হাইটেক হাইব্রিড ধান-৪ (Win-606) হিসেবে ৩টি অঞ্চলে heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হলো।

১.৭ গোল্ডেন বার্ন কিংডম বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিমিটেড এর হাইব্রিড GBK (C-2) জাতটি গোল্ডেন বার্ন কিংডম হাইব্রিড ধান-১ (GBK C-2) হিসেবে ৩টি অঞ্চলে heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হলো।

শর্ত-১ ঃ প্যাকেটের গায়ে বীজ উৎপাদনের বছর ও প্যাকিং এর তারিখ উল্লেখ করতে হবে। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা লিখতে হবে।

শর্ত-২ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধণ করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখপূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত-৩ ঃ বীজের গুণাগুণ পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে হাইব্রিড আমদানীকারক কোম্পানীর সম্পাদিত M0U ও Port arrival report বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।

শর্ত-৪ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫তম সভার আলোচ্য সূচী ৫(ঘ) এর সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্বক কোম্পানীর নামের সাথে মিল রেখে নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড জাতের বাণিজ্যিক নাম সংযুক্ত করে বাজারজাত করতে হবে।

শর্ত-৫ : প্রথম বছর বীজ আমদানীকে ভিত্তি ধরে পরবর্তী ০৬ (ছায়) বছরের মধ্যে কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়/Joint venture programme এর মাধ্যমে বীজ উৎপাদন করতে হবে। সপ্তম (৭ম) বছর থেকে কোন ক্রমেই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত হাইব্রিড জাতের বীজ আমদানী করা যাবে না।

সিদ্ধান্ত-২: "দেশে উদ্ভাবিত ধানের কোন Standard হাইব্রিড জাত না থাকায় " বাক্যংশটি বাদ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩: হাইব্রিড ধান মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতি পর্যালোচনা ও হাইব্রিড ধান মূল্যায়নকালে নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড ধানের ১টি জাতকে চেকজাত হিসেবে সুনির্দিষ্টকরণ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৩তম সভার আলোচ্য সূচী ৩ এর সিদ্ধান্ত (২) হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়নের জন্য চলমান কার্যক্রমের সাথে চেকজাত হিসেবে হাইব্রিড জাত ব্যবহার করতে হবে।

এ বিষয়ে ড. তমাল লতা আদিত্য, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে, দেশীয় ভাবে উদ্ভাবিত ব্রি হাইব্রিড ধান ৫ জাতটিকে বোরো মৌসুমের জন্য ট্রায়ালে চেকজাত হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে কারণ জাতটি সারা দেশের জন্য নিবন্ধিত হয়েছে। তাই তিনি বলেন যে, ধানের হাইব্রিড মূল্যায়নের ক্ষেত্রে চেকজাত হিসেবেই অবশ্যই হাইব্রিড ব্যবহার করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত হাইব্রিড ধানের ফলন চেক জাত (হাইব্রিড) হতে কমপক্ষে ১০% heterosis থাকতে হবে। তবে অন্যান্য বিশেষ গুন বিশিষ্ট জাত সমুহের ক্ষেত্রে ফলন বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে জনাব মোঃ আজিম উদ্দীন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন যে, হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ, ২০১৬ মোতাবেক "প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন কর্মসূচীতে দেশীয়ভাবে উদ্ভাবিত সেই ফসলের একটি হাইব্রিড (যদি থাকে) এবং কমপক্ষে একটি মুক্তপরাগায়িত জাত ষ্ট্যান্ডার্ড চেক হিসেবে গ্রহন করে টেষ্ট ডিজাইন করতে হবে"। তাই দেশীয় ভাবে উদ্ভাবিত ব্রি হাইব্রিড ধান ৫জাতটিকে বোরো মৌসুমের জন্য ট্রায়ালে চেকজাত হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে অবশ্যই একটি মুক্ত পরাগায়িত জাত (ব্রি ধান ২৮/ব্রি ধান ২৯) সাথে রেখে টেষ্ট ডিজাইন করতে হবে। ড. মোঃ লুৎফর রহমান, পরিচালক (গবেষণা), বারি বলেন যে, ব্রি হাইব্রিড ধান ৫, চেকজাত হিসেবে ব্যবহৃত হলে অবশ্যই প্রস্তাবিত হাইব্রিড ধানের ফলন কমপক্ষে ১০% heterosis থাকতে হবে। পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই এবিষয়ে একই মত পোষণ করেন এবং বলেন যে, ব্রি হাইব্রিড ধান ৫ এর জীবনকাল ১৪৫ দিন হওয়ায় তার চেয়ে ৭ দিন কম জীবনকাল বিশিষ্ট জাত সমুহের ফলনের বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা যেতে পারে। জনাব মো: শাহজাহান আলী, সীড টেকনোলজিষ্ট জানান যে, পৃথিবীর ১৪টি হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবনকারী দেশে Standard চেক হিসেবে সংশ্লিষ্ট দেশের জনপ্রিয় Standard ইনব্রিডজাতকে চেকজাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সে অনুসারে বাংলাদেশেও জনপ্রিয় Standard ইনব্রিড জাত, চেকজাত হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি আরো বলেন যে, সারা দেশের জন্য নিবন্ধিত হওয়া ব্রি হাইব্রিড ধান ৫ জাতটিকে বোরো মৌসুমের জন্য ট্রায়ালে চেকজাত হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ বিষয়ে দেবেশ চক্রবর্তী, উপপরিচালক (বীজ ও অন্যান্য উপকরণ), ডিএই বলেন যে, ব্রি হাইব্রিড ধান ৫ জাতটিকে বোরো মৌসুমের জন্য ট্রায়ালে চেকজাত হিসেবে সাময়িকভাবে ব্যবহার করার সুপারিশ করা যেতে পারে।

দেশীয় ভাবে উদ্ভাবিত হাইব্রিড জাতসমূহের বর্ণণা

ক্রঃ নং	জাতের নাম	উৎপাদন মৌসুম	জীবনকাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হেঃ)	নিবন্ধনের সময়(NSB'র সভা)	সুপারিশকৃত অঞ্চল	মন্তব্য
১	ব্রি হাইব্রিড ধান-১	বোরো	১৪৫-১৫০	৭.০০	৪৮ তম ০৮/৭/০১	যশোর ও বরিশাল	বীজ উৎপাদন করেন না
২	BW-001 (Jagoron-3)	বোরো	১২৬-১৪০	৬.০০	৬০ তম ৩/০৮/০৬	ময়মনসিংহ কুমিঃ যশোর	শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন
৩	ব্রি হাইব্রিড ধান-২	বোরো	১৪০-১৪৫	৬.৭৫	৬৭ তম ১৭/০৯/০৮	ঢাকা,কুমিল্লা যশোর, রাজশাহী	সাময়িক ও শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন,ববাহ্যিক বৈশিষ্ট সমুহ ব্রি হাইব্রিড ধান-৩
৪	ব্রি হাইব্রিড ধান-৩	বোরো	১৪০-১৪৫	৮.২০	৭০তম ০৪/১১/০৯	কুমিল্লা, রাজশাহী	সাময়িক ও শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন
৫	ব্র্যাক-৫ (শক্তি-২)	বোরো	১৩৯-১৫৫	৮.৬০	৭০তম ০৪/১১/০৯	ঢাকা, ময়মনসিংহ কুমিল্লা, যশোর	সাময়িক ও শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন
৬	ব্র্যাক-৬ (শক্তি-৩)	বোরো	১৩৯-১৫৭	৮.৩০	৭০তম ০৪/১১/০৯	ময়মনসিংহ কুমিল্লা, যশোর	সাময়িক ও শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন
৭	ব্রি হাইব্রিড ধান-৪	আমন	১০৮-১২৫	৫.৫০	৭২তম ০৬/০৪/১০	ময়মনসিংহ কুমিল্লা	সাময়িক ও শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন
৮	ব্র্যাক হাইব্রিড ধান-১০	আমন	১০৫-১১০	৬.০-৬.৫	৮২তম ২০/০৮/১৪	ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম,যশোর, রাজশাহী	সাময়িক ও শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন
৯	গ্রেটকো এগ্রোভিশন হ্যইব্রিড ধান-৫ (MIIV-7)	বোরো	১৩৭-১৫৬	৮.১	৮৬তম ১৭/০৯/১৫	ঢাকা, চট্টগাম	সাময়িক ও শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন
১০	ব্র্যাক হাইব্রিড ধান-১২	বোরো	১৩৫-১৫০	৮.১	৮৬তম ১৭/০৯/১৫	ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম,খুলনা রাজশাহী	সাময়িক ও শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন
১১	সবুজ বাংলা হাইব্রিড ধান-১	বোরো	১৩৭-১৫৩	৭.৩	৮৬তম ১৭/০৯/১৫	রাজশাহী ও চট্টগ্রাম	সাময়িক ও শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন
১২	সুপ্রিম সীড হাইব্রিড ধান হীরা ৯	বোরো	১৪৬	৭.৯	৮৬তম ১৭/০৯/১৫	রাজশাহী ও চট্টগ্রাম	সাময়িক ও শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন
১৩	বিইউ সুগন্ধি হাইব্রিড ধান-১	বোরো	১০৭-১২৭	৪.০	৮৯ সন ২৯/০৪/১৬	সমগ্র বাংলাদেশ	সাময়িক ও শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন
১৪	ব্রি হাইব্রিড ধান-৫	বোরো	১৪৫	৮.০	৯০তম ০৯/১০/১৬	সমগ্র বাংলাদেশ	শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন
১৫	ব্রি হাইব্রিড ধান-৬	আমন	১১৫-১২০	৬.০	৯২তম ০৫/০৪/১৭	ঢাকা,চট্রগ্রাম, খুলনা	শুধুমাত্র নিদিষ্ট অঞ্চলের নাম প্যাকেটে লিখে সেই অঞ্চলে বাজার জাত করতে হবে

সিদ্ধান্ত: প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন কর্মসূচীতে ব্রি হাইব্রিড ধান ৫ জাতটিকে বোরো মৌসুমের জন্য সাময়িকভাবে চেকজাত হিসেবে ব্যবহার করার সুপারিশ করা হলো। হাইব্রিড ধানের জাত চেকজাত হিসেবে ব্যবহৃত হলে অবশ্যই প্রস্তাবিত হাইব্রিড ধানের ফলন চেক জাত হতে কমপক্ষে ১০% heterosis থাকতে হবে। তবে প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের জীবনকাল ব্রি হাইব্রিড ধান ৫ এর চেয়ে ৭ দিন কম হলে এবং অন্যান্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলে চেক জাতের সাথে হাইব্রিড জাতের সমপর্যায়ের ফলন বিবেচনা করা যেতে পারে।

আলোচ্য বিষয়-৪: চলতি বোরো মৌসুমে (২০১৭-১৮) হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালে চেকজাত হিসেবে ব্রি ধান ২৮/ব্রি ধান২৯ ও ব্রি হাইব্রিড ধান ৫ ব্যবহার ।

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, চলতি বোরো মৌসুমে (২০১৭-১৮) হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালে চেকজাত হিসেবে ব্রি ধান২৮ ও ব্রি ধান২৯ ব্যবহার করা হয়েছে। চলতি মৌসুমে প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের ২৪টি ১ম বর্ষে ও ৬ টি ২য় বর্ষের জাত। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৪তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১ম বর্ষে ট্রায়ালকৃত প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতসমুহের সাথে একটি হাইব্রিড ধানের জাত চেকজাত হিসেবে দিতে হবে। এ বিষয়ে ড. জামিল হাসান, পিএসও ও প্রধান, হাইব্রিড রাইস ডিভিশন, ব্রি বলেন যে, ব্রি হাইব্রিড ধান ৫ এর চারা রংপুর অঞ্চলের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং অন্যান্য অঞ্চলের জন্য বীজ তলায় বীজ বপন করা হয়েছে। চারার বয়স বর্তমানে ১৪ দিন ও চারা লাগানের উপযোগী হলে অন্যান্য অঞ্চলে বীজ প্রেরণ করা হবে। তবে পূর্বের বীজ তলার সাথে জীবনকালের কিছুটা পার্থক্যর সৃষ্টি হবে। এ বিষয়ে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, চেক জাতের জীবনকালের কিছুটা পার্থক্যের সৃষ্টি হলে প্রয়োজনে ৩য় বছর ট্রায়াল স্থাপনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষন করেন।

সিদ্ধান্তঃ চলতি বোরো মৌসুমে(২০১৭-১৮) হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালে চেকজাত হিসেবে ব্রি ধান২৮/ব্রি ধান২৯ এর সাথে ব্রি হাইব্রিড ধান৫ ব্যবহার করা যাবে। পূর্বের বীজ তলার সাথে হাইব্রিড চেক জাতের জীবনকালের কিছুটা পার্থক্যের সৃষ্টি হলে প্রয়োজনে ৩য় বছর ট্রায়ালের ব্যবস্থা করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় ৫: বীজ প্রত্যয়নের জন্য নির্দিষ্ট স্কীমে জাতওয়ারী মাঠ প্রত্যয়ন ফি জমা প্রদান।

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬০তম সভার আলোচ্যসূচী ৫ মোতাবেক বীজ বিধি ১৯৯৮ এর বিধি নং ১০ ফরম ৩ অনুযায়ী প্রতিটি আবেদনে বিএডিসি একই এলাকায় এক বা একাধিক ফসল ভিত্তিক ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজের ফি প্রদান করবে। কিন্তু জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬২তম সভার আলোচ্যসূচী ১ এ বিষয়ে একটি সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে বীজ বিধি ১৯৯৮ এর বিধি নং ১০ ফরম ৩ অনুযায়ী প্রতিটি আবেদনে বিএডিসির একই এলাকায়/জোনের এক বা একাধিক ফসল ভিত্তিক ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজের উল্লেখ রয়েছে। এ বিষয়ে জোন শব্দটি উল্লেখ থাকায় মাঠ প্রত্যয়নের সময় এক বা একাধিক জেলা একত্র করে বিএডিসি কর্তৃক একটি মাত্র আবেদন করা হয়। আর্ন্তজাতিক নিয়ম হলো বীজ প্রত্যয়নের জন্য কম্পেক্ট এরিয়ায় হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে ড. মোঃ জাকির হোসেন, পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন এবং বলেন যে, একাধিক স্কিম এক সাথে আবেদন করায় মাঠ পরিদর্শনে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে বিশ্বাস কুতুব উদ্দিন, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (ক:গ্রো:), বিএডিসি বলেন যে, প্রতিটি স্কীমে আলাদা করে মাঠ প্রত্যয়ন ফি জমা দেয়ার মত বিএডিসিতে বরাদ্দ থাকে না। এক্ষেত্রে শুধু বিএডিসির জন্য জোনের পরিবর্তে জেলাওয়ারী মাঠ প্রত্যয়ন ফি জমা নেয়া যেতে পারে। জনাব মোঃ ইকবাল পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, সমস্ত বেসরকারী বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিটি স্কীমে আলাদা আলাদাভাবে জাতওয়ারী মাঠ প্রত্যয়ন ফি জমা দিয়ে থাকেন । তিনি আরো বলেন যে, এ বিষয়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও বিএডিসির সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আলোচনার মাধ্যমে একটি সুপারিশ পরবর্তী জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ বিএডিসি'র বীজ প্রত্যয়নের জন্য নির্দিষ্ট স্কীমে জাতওয়ারী মাঠ প্রত্যয়ন ফি জমা প্রদানের বিষয়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ও বিএডিসির সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আলোচনার মাধ্যমে একটি সুপারিশ পরবর্তী জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির সভায় দাখিল করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৬: বিবিধ (ক) বীজ আলুর শ্রেনি নির্ধারণ, মাঠমান ও বীজমান নির্ধারণ এবং আলুর টিস্যুকালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য গাইডলাইন বাংলায় প্রণয়ন।

এ বিষয়ে ড. মোঃ আজিজ জিলানী চৌধুরী, পরিচালক (শস্য) (রুটিন দায়িত্ব), বিএআরসি বলেন যে, গত ২৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৮৮ তম বিশেষ সভায় "আলু বীজের শ্রেণীর সমম্বয় এবং টিস্যুকালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত বীজের শ্রেণী সুস্পস্টিকরণ এর লক্ষ্যে সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি-কে আহব্বায়ক করে ১০(দশ)

সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত কমিটিতে আরও ০৪ জন সদস্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়। উক্ত কমিটি গত ১৫/১১/২০১৭, ৩০/১১/২০১৭ এবং ১৯/১২/২০১৭ তারিখ পরপর তিন বার সভায় মিলিত হয় এবং নিম্নরূপ সুপারিশমালা প্রণয়ন করে।

সুপারিশমালা-

১। টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে আলু বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আলুর ব্রিডার সীড কন্দাল গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর অথবা অন্য কোন আলু জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করা।

২। টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে উৎপাদিত বীজ আলুর শ্রেনীক্রম যথা- (১) প্লান্টলেট/মাইক্রোটিউবার; (২) মিনিটিউবার; (৩) প্রি-ফাউন্ডেশন সীড; (৪) ফাউন্ডেশন সীড; (৫) সার্টিফাইট সীজ এবং (৬) টিএলএস হিসেবে উল্লেখ করা।

৩। বীজ আলুর শ্রেণীক্রম অনুযায়ী ট্যাগ প্রদান যথাক্রমে ব্রিডার সীড এর ক্ষেত্রে সবুজ ট্যাগ; প্রি- ফাউন্ডেশন সীড এর ক্ষেত্রে সাদা ট্যাগ তবে প্রি-ফাউন্ডেশন সীড উল্লেখ করা; ফাউন্ডেশন সীড এর ক্ষেত্রে সাদা ট্যাগ; সার্টিফাইড সীড এর ক্ষেত্রে নীল ট্যাগ এবং টিএলএস এর ক্ষেত্রে হলুদ ট্যাগ ব্যবহার করা। উল্লেখ্য যে ব্রিডার সীড এর ক্ষেত্রে সবুজ ট্যাগ এবং প্লান্টলেট/মাইক্রোটিউবার ও মিনিটিউবার এর ক্ষেত্রে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক অনুমোদিত পত্রই ট্যাগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

বীজ আলুর শ্রেনি নির্ধারণ, মাঠমান ও বীজমান নির্ধারণ এবং আলুর টিস্যুকালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য গাইডলাইনস বাংলায় প্রণয়ন বিষয়টি উপকমিটি কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। উপকমিটি কর্তৃক প্রণিত বীজ আলুর শ্রেনি নির্ধারণ, মাঠমান ও বীজমান নির্ধারণ এবং আলুর টিস্যুকালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য গাইডলাইনসটি জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশের বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্যগণ একমত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্তঃ উপকমিটি কর্তৃক প্রণিত (১) বীজ আলুর শ্রেণি নির্ধারণ; (২) বীজ আলুর মাঠমান ও বীজমান নির্ধারণ এবং (৩) আলুর টিস্যুকালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলায় গাইডলাইনসটি জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

বিবিধ (খ) **ইনব্রিড দানা ফসলের মূল্যায়ন ও চেকজাত নির্ধারণে পূর্নাঙ্গ গাইড লাইন উপস্থাপন।**

কারিগরি বীজ বোর্ডের ৮০তম ও ৮১তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ২০/০৩/২০১৭ তারিখে পরিচালক, গবেষণা, ব্রি, গাজীপুর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ইনব্রিড দানা ফসলের মূল্যায়ন ও চেকজাত নির্ধারনের পূর্নাঙ্গ গাইড লাইন তৈরী করা হয়। কারিগরী কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮৬তম সভায় বিষয়টি উপস্থাপিত হলে কমিটির সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে এ বিষয়ে সুপারিশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পর্যন্ত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে মতামত পাওয়া গিয়েছে। ইনব্রিড দানা ফসলের মূল্যায়ন ও চেকজাত নির্ধারনে পূর্ণাঙ্গ গাইড লাইনটি মতামতসহ জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণ একমত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্তঃ ইনব্রিড দানা ফসলের (ধান ও গম) মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রণিত গাইডলাইন এসসিএ, বিনা ও ব্রি এর মতামতসহ জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য পূনঃসুপারিশ করা হলো।

২১.১.১৮

(ড. মোঃ কবির ইকরামুল হক)
নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও
চেয়ারম্যান, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি
ফার্মগেট, ঢাকা

নং-১২.৮০৬.০২২.০১.০০.০১৮.২০১১.১৬৮ তারিখ ঃ ২২/০১/২০১৮ খ্রিঃ।

বিতরণঃ অবগতি ও সদয় কার্যার্থে (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা -১২১৫।	সভাপতি
২।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	সদস্য
৩।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর।	সদস্য
৪।	পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।	সদস্য
৫।	পরিচালক (সরেজমিন) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
৬।	পরিচালক (কৃষি) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
৭।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।	সদস্য
৮।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।	সদস্য
৯।	সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
১০।	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), কৃষিভবন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।	সদস্য
১১।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।	সদস্য
১২।	প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা -১০০০।	সদস্য
১৩।	কটন এগ্রোনামিষ্ট, তূলা গবেষণা প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার, শ্রীপুর, গাজীপুর।	সদস্য
১৪।	সভাপতি বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ১৪৫ ছিদ্দিক বাজার ১ম ফ্লোর, সিটি ষ্টেইট এনএ, জীপ কোড, ১০০০, ঢাকা।	সদস্য
১৫।	জনাব ফজলুল হক সরকার (হান্নান), কৃষক প্রতিনিধি, ১৪/১ পশ্চিম আগারগাঁও, বিজ্ঞান যাদুঘর, ঢাকা।	সদস্য
১৬।	--।	

অবগতি ও সদয় কার্যার্থে অনুলিপিঃ

মহা-পরিচালক, বীজ উইং ও সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

(মোঃ ইকবাল)
পরিচালক
ও
সদস্য সচিব
কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ই-মেইলঃ dir@sca.gov. bd

কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯০ তম সভায় উপস্থিত সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ প্রতিনিধি গণের স্বাক্ষরের তালিকা :

স্থান : ১নং সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেইট, ঢাকা।
তারিখ : ১৬/০১/২০১৮ খ্রিঃ
সময় : বিকাল ৩.০০ ঘটিকা

ক্র. নং	কর্মকর্তা/ প্রতিনিধি গণের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	টেলিফোন,মোবাইল এবং ই-মেইল নম্বর	স্বাক্ষর
১	ড. মো: [illegible]	নির্বাহী চেয়ারম্যান		[signature]
২	ড. মো. লুৎফর রহমান অতিরিক্ত পরিচালক (গবেষণা)	বিএআরআই, গাজীপুর	০২৯২৬০৬৬৫০৬	[signature] ১৬/১/১৮
৩	ড: আরিফ হাসান খান রবিন	প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ	০১৭১৮ ২০৩ ৪৬৯ gpb21bau@gmail.com	[signature] 16.01.2018
৪	Md. Shahjahan Ali	Seed Technologist and Seed Regulation Specialist	01730013391 alliedmsali@yahoo.com	[signature] 16/1/2018
৫	S B Naseem	Executive Member, SCA & MD Wind [illegible], Banani, Dhaka	01819277578 sbnaseem@hotmail.com	[signature] 16/1/18
৬	ড. মো. আনিছুর রহমান	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বিএসআরআই	০১৭০৩৮৮৮৬০৫ anisur@bsri.gov.bd	[signature] ১৬/১/১৮
৭	ড. প্রিয় লাল বিশ্বাস	এসএসও, [illegible] বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর	[illegible], priyalal.biswas@yahoo.com	[signature] ১৬/১/১৮
৮	ড. মো: জামিল হাসান	সি এস ও ও প্রধান [illegible] বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর	০১৭১৮২৮০৩০৩ jamilbrri@yahoo.com	[signature] ১৬/১/১৮
৯	মো. আজিম উদ্দিন	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ কৃষি মন্ত্রণালয়	০১৫৫৬৩৪১১৪৩ azimseed@gmail.com	[signature] ১৬.১.১৮
১০	মিলিয়া বিনতে মোস্তফা	তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা তুলা উন্নয়ন বোর্ড	01552435840 milia.ent.bsmrau@gmail.com	[signature] 16.1.18
১১	দেবেশ চক্রবর্তী	[illegible], [illegible], ঢাকা	01715378065	[signature] ১৬/১/১৮

ক্র. নং	কর্মকর্তা/ প্রতিনিধি গণের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	টেলিফোন,মোবাইল এবং ই-মেইল নম্বর	স্বাক্ষর
১২	মোঃ মকবুল হোসেন আকন্দ	মুখ্য বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, সিড সার্টিফিকেশন এজেন্সি	01711684402	[illegible]
১৩	ড. খোরশেদ বেগম	পরিচালক (গবেষণা)	01714492742	[illegible] ১৬-১-১৮
১৪	বিশ্বাস বুলবুল উদ্দিন	অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীজ) বিএডিসি	01715235240	[illegible] ১৬/০১/১৮
১৫	মোঃ ফারুক আমিনুল হক	উপমহাব্যবস্থাপক (বীজ) বিএডিসি	০১৭১৬-২৯৮০৭৮	[illegible] ১৬/০১/১৮
১৬	ডঃ চন্দন কুমার সাহা	পরিচালক (কৃষি) বিজেআরআই	৯১১৬০৯৬ ০১৭১৬৫২০৩৩৮ chandanbjri@yahoo.com	[illegible]
১৭	মোঃ নাসির উদ্দীন	উপ-পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ) এসসিএ, গাজীপুর-১৭০১।	01711-955470	[illegible] ১৬/০১/১৮
১৮	ড. মো: শাহিদ হোসেন	DD(Seed Regulation) SCA. Gazipur.	01980503919	[illegible]
১৯	মোঃ মেহের আলী	A.D (Field Adm) SCA, গাজীপুর	01711437391	[illegible] ১৬/১/১৮
২০	ড. তমাল লতা আদিত্য	পরিচালক (গবেষণা) বিনা, গাজীপুর	01715382329	[illegible] 16/12/18
২১	ড. মো: আবদুল জিলানী চৌধুরী	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রজনন) বিএআরআই	01552 355393 zilani71@gmail.com	[illegible] ১৬/১/১৮
২২.	ড. মোহাম্মদ শরিফ রায়হান	বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু কৃষি, গাজীপুর-১৭০৬	01552-495640, sharifdgp@yahoo.com	[illegible] ১৬/১/১৮
২৩	রওশন আরা বেগম	অতিরিক্ত উপপরিচালক, SCA.	01711160259	র. আ. বেগম ১৬/১/১৮